ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মুহাম্মদ আজিজুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : *সমাজের একক হচ্ছে পরিবার। সমাজের অস্তিত্বের জন্য সুষ্ঠু-সুন্দর ও অপরাধমুক্ত পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। অথচ বিভিন্ন কারণে পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের হার ক্রমশ বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা ও আইনসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে পরিবারের পরিচয়, অপরাধের পরিচয়, পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহ, সংঘটিত অপরাধসমূহের কারণ, এসব অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের কারণসমূহ, অপরাধ যেন না ঘটে সে ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা জানা যাবে। গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া আ. এর মাধ্যমে যে পরিবার ব্যবস্থার উৎপত্তি হাজার হাজার বছর পরেও তা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ, বস্তুবাদী জীবনধারা চর্চার অসুস্থ প্রবণতা, বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদের বহুমুখী আগ্রাসন, অপসংস্কৃতি ও ধর্মবিচ্যুতির প্রবণতার দ্রুত বিকাশমানতা, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, আদর্শহীন রাজনীতি ও সমাজনীতির বিস্তার, যে কোন মূল্যে ক্ষমতা দখল ও অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কারণে ও বহুবিধ নেতিবাচক উপাদানের উপস্থিতির ফলে পারিবারিক জীবনব্যবস্থা আজ হুমকির মুখে। অথচ ইসলাম মানুষের পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করার যাবতীয় ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণনা করে দিয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয় পারিবারিক জীবনে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেহেতু পারিবারিক জীবন ছাড়া মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য, তাই বৃহত্তর স্বার্থে ও লক্ষ্যে ইসলাম পারিবারিক জীবনকে অপরাধ মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন পারিবারিক জীবন হুমকি মুক্ত হয়ে শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল হবে, অপরদিকে সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্ব হবে নিরাপদ ও সৌহার্দ্যময়।

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

পরিবার-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থে পরিবার বলতে পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পোষ্যবর্গ, একান্নবর্তী সংসার, পত্নী ইত্যাদি বুঝায়।[১] ইংরেজিতে পরিবারের প্রতিশব্দ হলো Family[২] , আরবীতে আহল (اهل), 'আয়িলা (عائلة), উসরা (أسرة) শব্দাবলি দ্বারা পরিবার বুঝায়।[৩] উল্লেখ্য যে, আরবী শব্দ উসরাহ (أسرة) আসরুন (أَسْر) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ শক্তি। মানুষ তার আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম ব্যক্তিবর্গ সমেত পরিবারের দ্বারা শক্তিশালী হয় বলে এ নামকরণ করা হয়েছে।[৪] আল-কুরআনুল কারীমে উসরাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। আমাদের জানা মতে, ফকীহগণ তাঁদের কিতাবদিতেও এ শব্দটি ব্যবহার করেননি। তবে বর্তমানে কোন ব্যক্তির পোষ্যবর্গ যেমন স্ত্রীসহ ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সদস্যগণকে বুঝাতে উসরাহ শব্দটি প্রয়োগ হচ্ছে। অতীতকালে ফকীহগণ পরিবার বুঝাতে আল (آل), আহল (اهل) ও ইয়াল (عيال) শব্দসমূহ ব্যবহার করতেন।[৫] আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসেও পরিবার বুঝাতে উপরোক্ত তিনটি শব্দই ব্যবহার হয়েছে।[৬]

পরিভাষায় পরিবার বলতে সাধারণত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়। আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ-তে পরিবারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, পরিবার হলো কোন ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও তার ঘরের লোকজন।[৭] সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নজন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ-এ পরিবার-এর পরিচয় লেখা হয়েছে এভাবে,

> পরিবার বলতে বুঝায় স্বামী-স্ত্রীর এমন একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংখ্যা, যেখানে সন্তান সন্ততি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। বস্তুত পরিবার হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে বসবাস

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *ব্যাবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২, পৃ. ৭২৬
২. Sir Subhar Bhattacharya (Revised By) *Samsad Bengali- English Dictionary* (Third Edition), Kolkata : Sahiya Samsad, 2002, p, 508
৩. আবু তাহের মেসবাহ সম্পাদিত, *আল-মানার*, ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০, পৃ. ৮৫৪
৪. *আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ (ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ), ইসলামের পারিবারিক আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫৩
৫. প্রাগুক্ত
৬. নূরুল ইসলাম, *ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৭
৭. *আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত

করে। ব্যাপক অর্থে মাতা-পিতা, সন্তান সন্ততি, নিকট রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় এবং দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানী নিয়েই হচ্ছে পরিবার।[৮]

"আল-ফিকহুল মানহাজী" গ্রন্থে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে পরিবার বলতে বুঝায় বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে।[৯]

অপরাধ-এর পরিচয়

অপরাধ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দোষ-ত্রুটি, আইন-বিরুদ্ধ কাজ, দণ্ডনীয় কর্ম, পাপ, অধর্ম ইত্যাদি।[১০] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Crime, Offence, Fault, Defect, Sin, Guilt ইত্যাদি।[১১] অপরাধ বুঝাতে আরবীতে যানবুন (ذنب), জারীমাহ (جريمة), জিনায়াহ (جناية), খাতীআহ (خطيئة), ইছমুন (إثم) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।[১২]

পরিভাষায় সাধারণভাবে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বা কোন সমাজে প্রচলিত লিখিত আইন বা প্রথাকে অমান্য বা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ বলা হয়। সাধারণ অর্থে আইনত দণ্ডনীয় বা নিষিদ্ধ কাজই অপরাধ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মবিরোধী কোন কথা বা কাজই অপরাধ। অপরাধবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্নভাবে অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ-এ অপরাধ এর পরিচয়ে লেখা হয়েছে,

সমাজ স্বীকৃত পথ ব্যতীত অন্য পথে চলা, আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বেআইনী কাজ করাই অপরাধ। অর্থাৎ সরকার বা আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এমন কাজ করা অপরাধ।[১৩]

বিখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী [৩৬৪-৪৫৫ হি.] রহ. অপরাধ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

ইসলামী শরীয়াতে অপরাধ হলো শরঈ দৃষ্টিতে বর্জনীয় ঐ সকল কর্মকাণ্ড, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হদ্দ বা তাযীর দ্বারা হুমকি প্রদান করেছেন।[১৪]

৮. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ১১৬
৯. ড. মুসতাফা আল-খিন ও ড. মুসতাফা আল-বুগা, *আল-ফিকহুল মানহাজী*, দামেশক : দারুল কলম, ১৯৯৬ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১৬
১০. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১১. Sir Subhar Bhattacharya, *Samsad Bengali- English Dictionary*, ibid, p. 53
১২. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১৩. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১৪. আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ ওয়াল বিলায়াতুদ দ্বীনিয়্যাহ*, মিশর : মুস্তফা আলবাবী আল-হালাভী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ. ১৮২

প্রখ্যাত আইনবিদ আব্দুল কাদের আওদাহ অপরাধ-এর সংজ্ঞায় বলেন,

الجريمة بأنها: إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون

অপরাধ হলো আইনত নিষিদ্ধ- এরূপ কোনো কাজ সম্পাদন করা অথবা আইনত পালনীয়- এরূপ কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা।[১৫]

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহ

পারিবারিক জীবনে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় সেগুলো মৌলিকভাবে সাধারণ অপরাধ থেকে ভিন্ন নয়। তবে কারণগত ও পদ্ধতিগত দিক থেকে কিছুটা ভিন্ন। পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এর সংখ্যা খুব বেশি নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হত্যাকাণ্ড কিংবা শারীরিকভাবে আহত করার মধ্যেই এই অপরাধগুলো সীমাবদ্ধ থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মানসিক ভাবে নির্যাতন করা হয়, যা কারো কারো ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো ছাড়াও গুম করা, ভয়ভীতি দেখানো ইত্যাদি অপরাধও সংঘটিত হয়। নিম্নে অপরাধসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো :

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো খুন, খুনের হুমকি বা চেষ্টা, লাঞ্ছিতকরণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন[১৬] ধর্ষণ ও ধর্ষণ-চেষ্টা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা, যৌনবৃত্তিতে বাধ্য করা, যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, যৌন নির্যাতন, মনস্তাত্ত্বিক / আবেগজনিত বা মানসিক নির্যাতন, অযৌক্তিক লিঙ্গ বৈষম্য, খোটা দেয়া, অপবাদ দেয়া, যৌতুক আদায়, কম খেতে দেয়া, অকথ্য গালিগালাজ, মাত্রাতিরিক্ত ঘাটানো, গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া, অন্যায়ভাবে তালাক দেয়া, আত্মীয়-

১৫. আব্দুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী'উল জিনায়ী আল-ইসলামী মুকারানান বিল কানূনিল অযঈ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১ হি., খ. ১, পৃ. ৬৭-৬৮
১৬. দুর্বলের উপর শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে আহত করাকে শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়ে ফেলা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী কোন মারাত্মক অস্ত্রের সাহায্যে কাউকে আঘাত করা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে শরীরে দাকুনি দেয়া, ধাক্কা দেয়া, শ্বাসরোধ করা, কামড়ানো, পোড়ানো, গালি দেয়া ও প্রহার করার মাধ্যমে কাউকে অসুস্থ করে ফেলাই শারীরিক নির্যাতন। তাছাড়া কিল ঘুষি মারা, চুল টেনে ধরা, থাপ্পর দেয়া, হাত মুচড়ানো, দেয়াল বা শক্ত কিছুর উপর শরীর চেপে ধরা, শক্ত কোন বস্তু শরীরের দিকে ছুঁড়ে মারা ইত্যাদি বিষয়গুলো শারীরিক নির্যাতনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দ্র. মো: গোলাম আজম ও মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান সরকার, স্ত্রীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব : অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, চতুর্বিংশতিতম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৩, পৃ. ৯৭

স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখতে না দেয়া, ভরণ-পোষণের খরচ না দেয়া, যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, হিল্লা বিয়েতে বাধ্য করা, বৈষম্যমূলক গর্ভপাত, বাধ্যতামূলক গর্ভপাত ইত্যাদি।[১৭]

উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ছাড়াও বহু ধরনের অপরাধ পারিবারিক জীবনে সংঘটিত হয়। যেগুলো দণ্ডবিধিতে বা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত হয়নি। তাই এই অপরাধগুলো অনেক ক্ষেত্রেই মামলাযোগ্য বা আদালতে বিচারযোগ্য নয়।

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের কারণ

যে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার পিছনে কোন না কোন কারণ অবশ্যই থাকে। সেসব কারণ উদঘাটন ব্যতীত সমাধানের পথে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। তাই সম্প্রতি দ্রুত ক্রমবর্ধমান পারিবারিক জীবনে অপরাধ দমনের উপায় বের করার পূর্বে এর কারণগুলো কী কী তা জানা আবশ্যক। সাধারণ যেকোন অপরাধের কারণ এবং পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের কারণ সবসময় এক হয় না। যদিও অপরাধের ধরন ও পদ্ধতি প্রায় একই হয়। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য যেহেতু পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা ও আইনসমূহের ভূমিকা জানা, সেহেতু সর্বপ্রথম পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত অপরাধগুলো কেন ঘটছে, এর পিছনে কী কী কারণ রয়েছে তা জানা জরুরী। তাই সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করে কিছু কারণ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. পরকীয় প্রেম

অনুসন্ধানে দেখা গেছে পারিবারিক অপরাধের মধ্যে হত্যাকাণ্ড, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ইত্যাদির পেছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে পরকীয় প্রেমের সম্পর্ক। পরকীয় প্রেম বলতে সাধারণত নিজের স্বামী বা স্ত্রী বাদে অন্যের স্বামী বা স্ত্রীর কিংবা অন্য কারো সাথে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা। এক্ষেত্রে দুইপক্ষই বিবাহিত হতে পারে কিংবা একপক্ষ বিবাহিত আর অপরপক্ষ অবিবাহিত হতে পারে। পরকীয় প্রেমকে দেশীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ ও অনৈতিক মনে করা হলেও এটি এখন আর গোপন কিছু নয়। বিভিন্ন কারণে পরকীয় সম্পর্কের হার ক্রমশ বর্ধমান। আগে শুধু শহরে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও এখন তা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পরকীয় প্রেমের কারণে কোন একপক্ষ কর্তৃক তার অবৈধ কর্মের বাধা হিসেবে আবির্ভূত ব্যক্তিকে হত্যা করা বা করানোর প্রবণতা দৃশ্যমান। কখনো স্বামী তার স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী তার স্বামীকে হত্যা করে। সাথে সন্তান থাকলে তারাও হত্যাকাণ্ড থেকে

[১৭] *নারীর প্রতি সহিংসতা নির্যাতন ও যৌন হয়রানি নির্মূলে ব্রাক*, ঢাকা : জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি (জি জে এন্ড ডি) সেকশন, ব্রাক, ২০১০, পৃ. ১১

রেহাই পায় না। পরকীয় প্রেম এতো শক্তিশালী যে, এর সামনে যেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেই হত্যাকাণ্ড কিংবা অন্য কোন অপরাধের শিকার হতে পারে।

গত ৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ঢাকায় মিরপুরে ব্যাংক কর্মকর্তা এক স্বামীর পরকীয়ার বলি হয়েছে তার স্ত্রী ও সাত বছরের শিশুপুত্র।[১৮] এভাবে প্রায়শই পারিবারিক হত্যাকাণ্ড ঘটছে পরকীয় প্রেমের কারণে। পরকীয় প্রেম যেন এক মূর্তিমান আতঙ্ক। এটি একদিকে যেমন বাধাদানকারী নিকটাত্মীয়কে হত্যা করতে উৎসাহিত করে, অপর দিকে পরিবার ও সমাজকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। তাই পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে পরকীয় প্রেমকে দায়ী করা যায়। উল্লেখ্য যে, পরকীয় প্রেমে জড়িয়ে পরারও পেছনেও কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলো পরবর্তী আলোচনায় ওঠে আসবে।

২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়

পশুর সাথে মানুষের যে কয়টি বিষয়ে পার্থক্য দৃশ্যমান সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা। পশুর জীবনাচারে নৈতিকতার বালাই নেই বলে তাদের মূল্যবোধও নেই। তা নিয়ে কেউ প্রশ্নও তোলে না। কারণ তাদের নৈতিকতাহীন জীবনাচার সমাজজীবনে কোন প্রভাব ফেলেনা। কিন্তু মানুষের নীতি নৈতিকতাহীনতা ও মূল্যবোধহীনতা মানবসমাজকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে জোর গলায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কথা বলা হলেও তার চর্চা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত অনুপস্থিত। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এখন শুধু পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ। দেশের জনগণের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ব্যক্তির পরিবার বা সমাজের দায়িত্বকে অস্বীকার না করেই বলা যায়, রাষ্ট্র যেভাবে তার নাগরিকদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে পারে অন্য কেউ তা সেভাবে পারে না।

বাংলাদেশের জনগণ এতটা নৈতিকতাহীন পূর্বে কখনো ছিলনা যতটা আজ দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আগমন দেশের যুবসমাজের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে সর্বনাশ ডেকে আনছে। আজকাল পারিবারিক জীবনে সে অপরাধসমূহ দেখা যাচ্ছে যেগুলোর অনেকাংশের পিছনে ব্যক্তির নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাবকে বিশেষজ্ঞগণ দায়ী করছেন। কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীর প্রেম, পরকীয় প্রেম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, যথাযথ নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ছায়ায় গড়ে ওঠা কোন ব্যক্তি এরূপ অপরাধ ঘটাতে

[১৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর, ২০১৪

পারে না। তাই পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের পিছনে নীতি-নৈতিকতার অনুপস্থিতি ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় অনেকাংশেই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

৩. যৌতুক

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের পিছনের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই যৌতুকের কারণে স্বামী বা স্বামীর বাড়ির লোকজন স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। নির্যাতনের মাত্রাগত ভিন্নতা থাকলেও প্রায়শই দেখা যায়, স্ত্রীকে আঘাত করা হয়। তাতে তার কোন না কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপপরিষদ হতে প্রকাশিত এক পর্যালোচনা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শুধু ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৪৬৫৪ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হন ৪৩১ জন। যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ২৩৬ জনকে।[১৯] এ সংখ্যা শুধু জনসমক্ষে বা পত্রিকার আসা নির্যাতনের একটি চিত্র। তাই যৌতুককে পারিবারিক অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৪. জমি-জমা ভাগ-বণ্টন

ওয়ারিছ সূত্রে প্রাপ্ত জমির ভাগ-বণ্টনকেন্দ্রিক ঝগড়া পারিবারিক অপরাধের একটি বড় কারণ। সাধারণত দেখা যায়, পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির বণ্টন ও দখল পাওয়াকে কেন্দ্র করে ভাই-ভাই কিংবা চাচা-ভাতিজা অথবা পরিবারের অন্য কারো মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। যা পর্যায়াক্রমে মারামারি থেকে খুনোখুনি পর্যন্ত পৌঁছায়। প্রায়শই পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, জমি বণ্টনকে কেন্দ্র করে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন। পার্থিব সম্পদের প্রতি অতিমাত্রার মোহ আপন ভাইকে হত্যা করতেও বাধা দেয় না। দেশের নিম্ন আদালতে এবং উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার একটি বড় অংশই হচ্ছে জমি-জমা কেন্দ্রিক মামলা। পরবর্তীতে মামলাকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার ধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বংশানুক্রমিক ভাবে এসব মামলা চলতে থাকে। ফলে জমিতো কেউ ভোগ করতেই পারে না, উপরন্তু মামলার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

৫. মানসিক বিষণ্নতা

মন ও দেহের যৌথ সুস্থতার ওপর ব্যক্তির সার্বিক জীবনাচার নির্ভর করে। ব্যক্তির মানসিক বিষণ্নতা তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে শুধু ব্যাহতই করে না, বরং তা তাকে অনেক ক্ষেত্রে হিংস্র করে তোলে। তাই মানসিক বিষণ্নতাকে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ

[১৯] www.prothom-alo.com/bangladesh/article/413116/ Date : 12.05.2015

অপরাধের কারণ হিসেবে মনে করেন। সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেছেন, যৌথ পরিবার ভেঙে বস্তুতান্ত্রিক নগরব্যবস্থায় একক পরিবারের একাকিত্বে মানুষ বিষণ্ন হয়ে পড়ছে। ফলে বাড়ছে পারিবারিক কলহ। ধীরে ধীরে তা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে নৃশংসতায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Social Welfare Research এর অধ্যাপক রবিউল ইসলাম বলেন,

> সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা আমাদের একাকী করে দিচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। মানুষ যখন মানসিকভাবে বিষণ্ন হয়ে পড়ে, তখন সে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যে কোন অপরাধে যুক্ত হতে পারে।[২০]

৬. অপসংস্কৃতি

মানবজীবন আনন্দময় ও উপভোগ্য করার ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃতির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। দেশ-কাল-ধর্ম ভেদে সংস্কৃতির বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। বাংলাদেশে অনুসৃত দেশজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতি যথেষ্ট মার্জিত ও পরিশীলিত। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দেশজ সংস্কৃতি বা অন্য ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে দেশের নব্বই শতাংশ জনগোষ্ঠীর ইসলাম ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে পার্থক্য ও বিরোধিতা দেখা যায়। গত কয়েক দশক যাবৎ স্যাটেলাইট মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশী, বিশেষ করে ভারতীয় ও পশ্চিমা সংস্কৃতি এদেশে অবাধে প্রবেশ করেছে এবং সর্বস্তরের জনগণের দেশীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধী অনুষ্ঠান প্রচার করছে। যার ফলে দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণ-যুবকরা সংস্কৃতি চর্চার নামে অপসংস্কৃতিতে ডুবে যাচ্ছে।

বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচারিত নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল ইত্যাদির মাধ্যমে অপসংস্কৃতির বীজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব মাধ্যমে অবৈধ প্রেম, পরকীয় প্রেম, বউ-শাশুড়ির যুদ্ধ, দেবর-ভাবীর অবৈধ ঘনিষ্ঠতাসহ নানাবিধ নষ্ট, ভ্রষ্ট ও অশ্লীল অপসংস্কৃতি মুসলিম সমাজে ঢুকে পারিবারিক ও সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে কোণঠাসা করে ফেলছে। বিভিন্ন নাটক, সিনেমা ও সিরিয়ালে আসক্ত আজকের যুব ও নারী সমাজ এসব দেখে সেগুলোকে নিজেদের জীবনাচার হিসেবে গ্রহণ করছে। এসব অপসংস্কৃতির কু-প্রভাবে পরিবার পর্যন্ত ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাই পারিবারিক অপরাধ ক্রমশ যে বাড়ছে তার পিছনে অপসংস্কৃতিও একটি বড় ভূমিকা পালন করছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

৭. পারিবারিক অনুশাসন না থাকা

পরিবার হলো মানবশিশুর প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে মা-বাবা ও অন্যান্য সদস্যের অনুশাসনে শিশুরা বড় হয়। শিশু-কিশোররা এই বয়সে যথাযথ পারিবারিক

[২০] http://somoynews.tv/pages/print_news Date : 10.05.2015

অনুশাসনে না থাকলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। বর্তমান পাশ্চাত্যে পরিবার ব্যবস্থা অবহেলিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তাই তাদের সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করে আমাদের সমাজেও পরিবার ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে।[২১] ফলে পারিবারিক অনুশাসন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারে ছোটবেলা থেকে অনুশাসনের মধ্যে বড় না হলে সন্তান অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এদের দ্বারাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারিবারিক অপরাধ সংঘটিত হয়। তাই পরিবারের অভ্যন্তরে পারিবারিক অনুশাসন না থাকাও পারিবারিক অপরাধের অন্তর্নিহিত কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

৮. পারিবারিক/দাম্পত্য কোন্দল

পরিবারের এক সদস্যের সাথে অপর কোন সদস্যের ভুল বোঝাবুঝি কোন কারণে ঝগড়া বিবাদ কিংবা রাগারাগি কখনো কখনো অপরাধ সংঘটনের দিকে নিয়ে যায়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কোন্দল অনেক ক্ষেত্রে এক পক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে হত্যা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করে না। কখনো এই কোন্দল ভাই-বোন কিংবা ভাই-ভাই এর মধ্যেও দেখা যায়। এই সমস্ত কোন্দলের, বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর কোন্দলের কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। দাম্পত্য কোন্দলের পেছনে সাধারণত যৌতুক, পরকীয়া প্রেম, অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হওয়া, পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা, কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করা, পর্দা ব্যবস্থা না মানা, একই পরিবারে বিপরীত সংস্কৃতির অনুসরণ, পারিবারিক বৈষম্য, আত্মীয়-স্বজনের সাথে বিরোধ ইত্যাদি কারণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

৯. আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব ও বিচারিক দীর্ঘসূত্রিতা

বাংলাদেশে পারিবারিক অপরাধ দমনে বা প্রতিরোধে একাধিক বিশেষ ও সাধারণ আইন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ২০১০ সালে প্রণীত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন অন্যতম।[২২] তাছাড়া দণ্ডবিধি সহ অন্যান্য আইনেও পারিবারিক অপরাধের বিচার করা সম্ভব। কিন্তু আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ খুব কমই হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিচারিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ভুক্তভোগীরা আইনের আশ্রয় নেন না। পারিবারিক সম্মান বিনষ্টের আশঙ্কায় অনেকে আইনের শরণাপন্ন হতে দেন না। ফলে পারিবারিক অপরাধগুলোর যথাযথ বিচার হয় না। আর বিচার না হওয়া বা দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা উৎসাহিত হয়। কিংবা অপরাধ করে তারা পার পেয়ে যায়। যা তাদেরকে পরবর্তীতে আরো অপরাধ করতে উৎসাহিত করে।

---

২১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, শাহাদাৎ হুসাইন খান, হুকমির মুখে পরিবার ব্যবস্থা, *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৫ জুলাই, ২০১০, পৃ. ৯

২২. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1063, 15.05.2015

১০. সমাজ পরিবর্তনের অসুস্থ ধারা

সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজভুক্ত মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজও পরিবর্তন হয়। কিন্তু সমাজ যদি সঠিক ও সুস্থ ধারায় পরিবর্তিন না হয়ে অসুস্থ ধারায় পরিবর্তিত হয়, তাহলে এর কুপ্রভাব পরিবারের ওপর পড়তে বাধ্য। সমাজের সদস্যদের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য, তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার, চাহিদা বৃদ্ধি, বস্তুতান্ত্রিকতা, বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণকে আধুনিকতা মনে করা, মাদক ইত্যাদি উপসর্গের উপদ্রব এতটাই বেড়ে গেছে যে, সমাজ পরিবর্তনের ধারার নিয়ন্ত্রণ এখন আর কারো হাতে নেই। অসুস্থ ধারায় সমাজ পরিবর্তনের ফলে পরিবারের সদস্যরা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে ঘটছে পারিবারিক অপরাধ।

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে দেশীয় আইন ব্যবস্থায় একাধিক আইন থাকলেও বিভিন্ন কারণে সেগুলোর সুফল সমাজে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় পারিবারিক জীবনে অপরাধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ম মানবজীবনে শৃঙ্খলা ও মুল্যবোধ নিয়ে আসে। আর ধর্মহীন জীবনকে শুধু ধর্মীয় অনুশাসনহীন আইন দিয়ে শৃঙ্খলায় আনা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন কারণে ধর্মীয় আইন ব্যক্তির জীবনে যতুটকু প্রভাব ফেলে অন্য কোন আইন তা পারে না। তাই বলা যায় যে, পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহ দমন বা নির্মূল করতে হলে ইসলামী আইনের শরণাপন্ন হতে হবে। চরম বিশৃঙ্খল তৎকালীন আরব ও বিশ্বসমাজকে কুরআন ও হাদীসের আইন দ্বারা যেভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সভ্য করা সম্ভব হয়েছে বিশ্বে তার বিকল্প নযীর নেই। অত্র অনুচ্ছেদে ইসলামী আইন বলতে ইসলামী আইনের প্রধান দু'টি উৎস কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনা ও বিধি-বিধান, নৈতিক ও আইনি দিকসমূহ তুলে ধরা হবে।

১. পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়া কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়া যেহেতু পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের অন্যতম প্রধান কারণ, সেহেতু এ ধরনের অপরাধ দমনে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার কোন বিকল্প নেই। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন তথা পরিবারের সকল সদস্যের আন্তঃসম্পর্ক জোরদার করতে হবে। এ বন্ধনকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। নির্দেশনাসমূহ কুরআন-সুন্নাহর দলীলসহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

০১. স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট থাকা

স্ত্রী হচ্ছে জীবনে প্রাপ্ত সকল সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ। একজন সৎকর্মশীলা স্ত্রী পরিবারের রানী হিসেবে রাজ্য-সদৃশ পরিবারকে সংরক্ষণ করেন। স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্টি পারিবারিক অশান্তি ডেকে আনে এবং পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই সম্পদ আর দুনিয়ার সকল সম্পদের মধ্যে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎকর্মশীলা নারী।[২৩]

স্ত্রী যদি কখনো এমন কাজ করে ফেলে, যা স্বামীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তাহলে স্বামীর উচিত হবে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তার অন্য ভালো গুণের কথা চিন্তা করা। এক্ষেত্রে একজন মুমিনের করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে। কারণ সে ঐ নারীর একটি বিষয়কে অপছন্দ করলেও অন্য কোন একটি গুণকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে।[২৪]

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। শরী'আহ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হলে কথায় কথায় স্ত্রীর ওপর অসন্তোষ প্রকাশ রাসূলুল্লাহ স.-এর আদর্শবিরোধী। সাধারণত তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হতেন না। স্ত্রীর প্রতি অসন্তোষ যেহেতু পারিবারিক অপরাধের পথকে উন্মুক্ত করে, সেহেতু প্রত্যেক স্বামীর উচিত স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। উল্লেখ্য যে, একই নির্দেশনা বিপরীতক্রমেও প্রযোজ্য।

০২. স্ত্রীর অধিকার প্রদান

পারিবারিক সহিংসতা দমনে স্ত্রীর অধিকারসমূহ যথাযথভাবে প্রদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেমন অধিকার রয়েছে, স্বামীর ওপরও স্ত্রীর তেমন অধিকার রয়েছে। স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- স্ত্রীর মাহর (মোহর) তাকে পূর্ণরূপে দিয়ে দেয়া। এ প্রসঙ্গে আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

[২৩]. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ১১, পৃ. ১২৭, হাদীস নং-৬৫৬৭; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুন নাসাঈ*, হাদীস নং-৩২৩২

[২৪]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আর-রাদা', পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াসিয়্যাহ বিন-নিসা, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং- ৩৭২১

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রাপ্য মাহর সানন্দচিত্তে দিয়ে দাও।[২৫]

তাছাড়া পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া, ভরণপোষণ পাওয়াসহ কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত প্রাপ্য অধিকারসমূহ স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। সাধ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর শরী'আহ প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রদান না করলে বা করতে ব্যর্থ হলে স্বামীকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২৬]

পারিবারিক ক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধসমূহের মধ্যে যৌতুক ও যৌতুকজনিত অপরাধসমূহ দমনে স্ত্রীর অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী যেমন স্বামীর কাজ থেকে তার অধিকার বুঝে নিবে, একইভাবে স্বামীকেও তার অধিকার বুঝিয়ে দেবে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার প্রদান করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে এবং পারিবারিক অপরাধ হ্রাস পাবে।

০৩. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতন করার কোন অনুমতি তো ইসলাম প্রদান করেইনি, বরং ইসলাম স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।[২৭]

আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করা।[২৮]

[২৫]. আল-কুরআন, ০৪ : ০৪

[২৬]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৮৯৩

[২৭]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আর-রাদা', পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াসিয়্যাহ বিন-নিসা, প্রাগুক্ত, তা.বি., হাদীস নং-৩৭২০

[২৮]. আল-কুরআন, ৪ : ১৯

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। যা পালন করা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ফরজ। স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি কখনো তার স্ত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেননি, কটু কথা বলেননি; শারীরিকভাবে আঘাত করাতো অনেক দূরের কথা। তিনি সকল স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের দৃষ্টিতে উত্তম হতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِه، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীর নিকট উত্তম।[২৯]

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক যে, সে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. এর অনুসরণ করবে। তাই পারিবারিক জীবনে রাসূলুল্লাহ স.-এর রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসরণ করলে স্ত্রীকে নির্যাতন করার তো কোন সুযোগ নেই, উপরন্তু তার সাথে ভালো ব্যবহার করা আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৪. সন্তানকে যথাযথভাবে বিয়ে দেওয়া

বিয়ে মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিয়ের মাধ্যমেই বৈধভাবে একজন পুরুষ ও একজন নারী একটি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবারের সূচনা করে। পারিবারিক জীবনে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় তার মূলে রয়েছে বিয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। ইসলামী আইনানুযায়ী সন্তানকে সুশিক্ষিত করে বিয়ে দেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যেমন, ছেলেকে বিয়ে দেয়ার সময় বা ছেলে নিজে বিয়ে করার সময় তার স্ত্রী হিসেবে অবশ্যই যথাযথভাবে দীন অনুসরণকারী মেয়েকে নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনা হলো, মেয়ের বংশমর্যাদা, সম্পদ, সৌন্দর্যের চেয়ে তার দীনদারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যান্য সকল গুণ পাওয়া গেলেও যে মেয়ের মধ্যে ন্যূনতম দীনদারী নেই তাকে পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করা যাবেনা। মেয়ের দীনদারীকে অগ্রাধিকার দেয়ার আদেশ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

চারটি গুণ দেখে সাধারণত মেয়েদের বিয়ে করা হয়। এ গুণ চারটি হলো- তার ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য ও দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদার

[২৯]. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আল-মানাকিব, পরিচ্ছেদ : ফাযলু আযওয়াজিন নাবিয়্যি স., বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং- ৩৮৯৫। হাদীসটির সনদ সহীহ।

মহিলাকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তোমার দু হাত ধুলায় ধুসরিত হবে। অর্থাৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩০]

এই হাদীস স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে, ছেলেকে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মেয়ের অন্যান্য গুণ থাকুক বা না থাকুক; দীনদারী অবশ্যই থাকতে হবে। আর আমাদের সমাজের মেয়ের দীনদারীকে অগ্রাধিকার দেয়া তো দূরের কথা; বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য গুণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়; দীনদারীকে মনে করা হয় গৌণ বিষয়। ফলে স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহভীতি থাকে না। এরকম স্ত্রীর মাধ্যমে ভালো কিছু আশা করা দুষ্কর। তবে আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন তার কথা ভিন্ন। দীনদারীহীন মেয়েকে বিয়ে করলে সেই ঘরে শয়তানের পদচারণা ও প্ররোচনা বেশি থাকবে তা বলাই বাহুল্য। তাই পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের সূতিকাগার স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যথায় পারিবারিক জীবনে নেমে আসতে পারে মহাবিপর্যয়।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম শুধু ছেলেকে বিয়ে দেয়ার সময় মেয়ের দীনদারী দেখতে বলেছে তা-ই নয়; মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সময় মেয়ের অভিভাবককে ছেলের দীনদারীও দেখে বিয়ে দিতে বলেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

তোমাদের নিকট যদি এমন কারো বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দীনদারী ও চরিত্র সন্তোষজনক, তাহলে তার নিকট মেয়েকে বিবাহ দাও। অন্যথায় যমীনে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।[৩১]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাত্র-পাত্রীর কোন একটি নির্বাচনে ভুল করলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি, কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, নির্যাতনসহ অসংখ্য পারিবারিক অপরাধ জন্ম নেওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রত্যেকের উচিত, দীনদার পাত্র-পাত্রী বিবাহ করা বা পাত্র-পাত্রীর দীনদারী দেখে বিবাহ দেয়া। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনার অনুসরণ করলে মতভেদ কম হবে। ফলে পারিবারিক অশান্তিও কম হবে। তাছাড়া সকল পারিবারিক সমস্যার সমাধানে তারা উভয়েই কুরআন-সুন্নাহর

[৩০]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল-ইকতিফা-উ বিদ্দীন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৮০২

[৩১]. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : ইযা জাআকুম মান তারযাওনা দীনাহু ফা যাওয়্যিজূহু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০৮৪। হাদীসটির সনদ হাসান।

শরণাপন্ন হবেন। ফলে ব্যক্তির চেয়ে পরিবার, পরিবারের চেয়ে দীনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করবেন।

০৫. সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করা

দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার ক্রমশ বাড়ছে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরাধ। অথচ শিক্ষা মানুষকে সভ্য, মার্জিত ও বিনয়ী করে। তাহলে কি যে শিক্ষা মানুষকে সৎ করে সে শিক্ষা নেই নাকি শিক্ষার উপাদানে ভেজাল রয়েছে? পর্যালোচনায় দেখা যায়, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন সুশিক্ষা না থাকায় মানুষ শিক্ষিত হয়েও বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মশিক্ষাকে গৌণ করে দেশের শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, যাতে নৈতিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নৈতিকতার পিতৃভূমি ধর্মকে সচেতনভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধর্মহীন নৈতিকতা মানুষকে সাময়িকভাবে নৈতিক জীব বানালেও যেহেতু জবাবদিহিতার কোন বিষয় এখানে নেই সেহেতু চূড়ান্ত অর্থে তা ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল ও অপরাধমুক্ত বানাতে পারে না।

ব্যক্তির মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে প্রত্যেকের মানবীয় মর্যাদা ও অধিকারকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার শিক্ষা দেয় একমাত্র ইসলাম। তাই পারিবারিক অপরাধসহ মানবজীবনে সংঘটিত সকল অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে একমাত্র ইসলামী শিক্ষা। ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণী "পড়"।[৩২] আর পড়াই হলো শিক্ষার প্রধানতম মাধ্যম। তাছাড়া জ্ঞান অন্বেষণকে ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ (আবশ্যক) করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।[৩৩]

এই হাদীসে যে কোন জ্ঞান অর্জনকেই ফরয করা হয়নি; বরং যে জ্ঞান ব্যক্তিকে সত্যিকারের মানুষ ও মুসলিম বানায় সে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম পিতা-মাতার ওপর দায়িত্বারোপ করেছে যে, সন্তানকে কুরআন-সুন্নাহর ও অন্যান্য

৩২. আল-কুরআন, ৯৬ : ০১

৩৩. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : ইফতিতাহুল কিতাব ফিল ঈমান ওয়া ফাযাইলিস সাহাবা ওয়াল ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাযলুল উলামা ওয়াল হাছ্ আলা তলাবিল ইলমি, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৮১; হাদীস নং-২২৪। হাদীসটির উদ্ধৃত অংশটুকুর সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ*, হাদীস নং-২২৪

প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। আর শিক্ষার দাবী হচ্ছে, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। তাহলে ইসলামী শিক্ষা কখনো পারিবারিক অপরাধকে অনুমোদন দেয় না। বরং তা সর্বাত্মকভাবে নিষেধ করে এবং প্রতিহত করে।

০৬. মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করা

মা-বাবার হলেন পরিবারের মূল। তাদের মাধ্যমেই সন্তান পৃথিবীতে আসে এবং তারাই তাদের জীবনের সবটুকু দিয়ে সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। তাই পারিবারিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে মা-বাবার অধিকার। সন্তানের নিকট মা-বাবার যেসব অধিকার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সদাচরণ পাওয়ার অধিকার। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। মা-বাবার প্রতি সদাচরণ না করলে পারিবারিক অপরাধ হ্রাস পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই কুরআনে একাধিকবার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআয়ালা বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾

আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছি।[৩৪]

এছাড়াও আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মাতা-পিতার প্রতি ইহসান প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।[৩৫] বিশেষ করে সূরা আল-ইসরা-তে আল্লাহ তা'আলা বৃদ্ধ মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদের 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং

৩৪. আল-কুরআন, ২৯ : ০৮

৩৫. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫-১৬, ৩১ : ১৪; ০৪ : ৩৬

বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।[৩৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায়, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. দ্বিতীয় যে কাজটির কথা বলেছেন সেটি হলো, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা।[৩৭] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) এর পরে সবচেয়ে বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হিসেবে মাতা-পিতার অবাধ্য আচরণ বা অবাধ্যাচরণকে উল্লেখ করেছেন।[৩৮] অন্য হাদীসে মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না বলে ঘোষণা হয়েছে।[৩৯]

মাতা-পিতার সাথে অসদাচরণ করলে বা তাদের অবাধ্য হলে দুনিয়াই আল্লাহ ঐ সব সন্তানদের শাস্তি দেন মর্মে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللهُ تَعَالَى مَا شَاءَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ

৩৬. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪

৩৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তাওহীদ, পরিচ্ছেদ : ওয়া সাম্মান নাবিয়্যু স. আস-সলাতা 'আমালান..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭০৯৬
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৩৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, পরিচ্ছেদ : মা কীলা ফী শাহাদাতিয যূর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫১০
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

৩৯. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আবুল ফাতাহ আবূ গুদ্দাহ, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'তা, হালব : মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি., হাদীস নং- ২৫৬২। হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ।
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى »

সকল গুনাহর শাস্তিই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত করেন শুধু মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের শাস্তি ছাড়া। এই গুনাহ যে করবে আল্লাহ তার শাস্তি এই দুনিয়াতেই তার মৃত্যুর পূর্বে দিয়ে দেন।[৪০]

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম মাতা-পিতার অধিকারের বিষয়ে খুবই শক্ত আইন জারি করেছে। কোন মাতা-পিতা যদি তার অধিকার না পায় তাহলে আইনের আশ্রয় নিতে পারে কিংবা রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে সন্তানকে বাধ্য করবে তার মাতা-পিতার প্রতি ইহসান করতে এবং তাদের ভরণ-পোষণ দিতে। তাই তো দেখা যায়, সম্প্রতি বাংলাদেশে "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৪" নামে একটি আইনও জারি করা হয়েছে।[৪১] মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান দুনিয়াতেই তার শাস্তি ভোগ করবে বলে হাদীসে যে বর্ণনা এসেছে তাতে অনুমান করা যায়, ঐ সন্তান কোন অপরাধ কর্মে জড়িত হয়ে শাস্তি পেতে পারে। আর এ ধরনের সন্তানরাই পারিবারিক অপরাধ বেশি ঘটায়। তাই মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করার মাধ্যমে একদিকে যেমন পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে, অপরদিকে পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের হারও ক্রমশ হ্রাস পাবে।

০৭. ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা

পরিবারে এবং পরিবারের বাইরে সর্বত্রই বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ না করলে পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না। তখন কেউ কারো কথা, আদেশ-নিষেধ শুনতে বা মানতে চায় না। ফলে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অপকর্ম করে ফেলে। বড়রা তাকে নিষেধ করলে সে তা মানে না। পরিবারের বড়রা বিশেষ করে বড় ভাই বা বোনেরা যদি ছোট ভাই-বোনদের স্নেহ করে এবং ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করে তাহলে অনেক পারিবারিক সমস্যা; যেগুলো পরবর্তীতে সহিংসতায় রূপ নেয় সেগুলো সমাধান হয়ে যায়। এ জন্যে ইসলাম ছোটদের স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

৪০. ইমাম আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহায়ন*, তাহকীক : মুসতাফা আব্দুল কাদির 'আতা, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি., হাদীস নং- ৭২৬৩; হাদীসটির সনদে বাকার ইবনু আব্দুল আযীয রয়েছেন, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

৪১. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1132, ১৫.০৫.২০১৫

যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।[৪২]

এই হাদীস মেনে পরিবারের বড়রা যদি ছোটদের স্নেহ এবং ছোটরা যদি বড়দের শ্রদ্ধা করতো, তাহলে পারিবারিক বন্ধন ও দৃঢ় হতো এবং অপরাধও অনেকটা কমে যেতো।

০৮. হালাল উপার্জনের দ্বারা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা

ইসলামী আইনের অন্যতম প্রধান বিষয় হলো হালাল-হারাম। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়াবলির কিছু হালাল আর কিছু হারাম। একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য আবশ্যক যে, সে হালালকে গ্রহণ করবে এবং হারামকে বর্জন করবে। পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য উপার্জন করতে হয়। যেই উপার্জন করুন না কেন তাকে অবশ্যই হালাল পথে হালাল অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে হবে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছ-বিচার করা না করার ওপর পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بحَرَامٍ

ঐ শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না যা হারাম দ্বারা হৃষ্ট-পুষ্ট হয়েছে।[৪৩]

তাই ইসলাম প্রত্যেকের জন্য হালাল উপার্জনকে ফরজ বলে আখ্যয়িত করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

সকল ফরজের পরে হালাল উপার্জনের অনুসন্ধান করাও ফরজ।[৪৪]

উপর্যুক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতে যেতে হলে হালাল উপার্জন করতে হবে। যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে নিজে খায় এবং পরিবারকে খাওয়ায়

৪২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রহমাহ, বৈরূত : দারুর কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং- ৪৯৪৫; হাদীসটির সনদ সহীহ, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-৪৯৪৩

৪৩. ইমাম আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক : হুসাইন সালীম আসাদ, দামেশ্ক : দারুল মামূন লিত্-তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি., হাদীস নং-৮৩-৮৪; হুসাইন সালীম আসাদ হাদীসটির সনদ যঈফ বললেও মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী এটির সনদকে সহীহ বলেছেন; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-২৬০৯

৪৪. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি., হাদীস নং- ১২০৩০; হাদীসটির সনদ যঈফ, মুহাম্মাদ আত-তিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, তাহকীক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., খ. ২ , পৃ. ১২৮, হাদীস নং- ২৭৮১

তার বা তাদের শরীর জাহান্নামের জন্য তৈরি হচ্ছে। আর যে দেহ জাহান্নামের জন্য তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে ভালো অন্তর আশা করা যায় না। আর অন্তরই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় খারাপ অন্তর ব্যক্তিকে খারাপ ও অপরাধমূলক কাজে উৎসাহিত ও তৃপ্ত করবে, আর অন্যদিকে ভালো অন্তর ব্যক্তিকে ভালো ও গঠনমূলক কাজে উৎসাহিত ও তৃপ্ত করবে। রাসূল স. অন্তরের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন,

أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ

জেনে রাখ! দেহের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। যেটি সুস্থ থাকলে সমস্ত দেহে সুস্থ থাকে আর সেটি অসুস্থ থাকলে সমস্ত দেহ অসুস্থ থাকে। সেটি হচ্ছে অন্তর।[৪৫]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ব্যক্তির আচরণে তার খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র ও উপার্জনের প্রভাব থাকে। তাই পারিবারিক বন্ধন শক্ত করতে এবং অপরাধ কমাতে হালাল উপার্জনের কোন বিকল্প নেই।

০৯. পর্দার বিধান বাস্তবায়ন করা

পারিবারিক অপরাধ সংঘটনের পরোক্ষ কারণ হিসেবে পর্দা ব্যবস্থা মেনে না চলা অন্যতম। এই ব্যবস্থা মেনে চললে পরকীয়া থেকে শুরু করে পারিবারিক অপরাধের অনেক প্রত্যক্ষ কারণই দেখা যেতো না। পারিবারিক পরিমণ্ডলে ও পরিবারের বাইরে প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য পর্দা ব্যবস্থা মেনে চলা আবশ্যক। পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার প্রতি আদেশ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {} وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের

৪৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : ফাযলু মানিসতাবরা-আ লি-দীনিহী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২

মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৪৬]

উক্ত আয়াত দুটি ছাড়াও আল-কুরআনে একাধিক আয়াত ও হাদীসের গ্রন্থাবলিতে অসংখ্য হাদীস রয়েছে যেগুলোতে পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, সুফল ও উপকারিতা সম্মন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পর্দা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ পারিবারিক ও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করা হলে একদিকে যেমন নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অপরদিকে পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হবে।

১০. পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার প্রদান করা

পরিবারের প্রতিটি সদস্য একদিকে যেমন দায়িত্বশীল অপরদিকে তেমন অধিকারী। তাদের প্রত্যেকের অপরের নিকট অধিকার রয়েছে। পারিবারিক অপরাধের ক্ষেত্রে একে অপরের অধিকার যথাযথভাবে প্রদান না করা অন্যতম কারণ। তাই ইসলাম পরিবারের প্রত্যেককেই দায়িত্বশীল হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ ব্যক্তি (স্বামী) তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পরিবারের স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ওপরে দায়িত্বশীল সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সেবক তার মালিকের সম্পদের ব্যপারে দায়িত্বশীল; সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৪৭]

একজনের দায়িত্বই অপরজনের অধিকার। তাই পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমন অধিকার রয়েছে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে প্রত্যেক সদস্যের অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করার বিকল্প নেই।

৪৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১

৪৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৮৯৩

১১. পরিবারে সালাত প্রতিষ্ঠা করা

সালাত মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

আর আপনি সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।[৪৮]

যথাযথভাবে সালাত আদায় ব্যক্তিকে অনেক পাপাচার ও অপরাধ থেকে দূরে রাখে। যে পরিবারে সালাত প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে অন্যায় ও অপরাধ অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়। সালাত মানুষকে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করে। তাই পারিবারিক জীবনে অপরাধ হ্রাস করতে হলে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, একা একা সালাত আদায়কে সালাত প্রতিষ্ঠা বলে না; বরং পরিবার ও সমাজের সকল সদস্য সালাত আদায় করাকে সালাত প্রতিষ্ঠা বলে।

১২. মাদক নির্মূল করা

পারিবারিক অপরাধের অন্যতম প্রধান করাণ হচ্ছে মাদক। আর এই মাদককে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছে। কোন মুসলিম সমাজে মাদক উৎপাদন, বাজারজাত, ক্রয়-বিক্রয়, পান ইত্যাদি সবকিছু করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা মদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ স. সকল প্রকার মদকে হারাম ঘোষণা করে বলেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই হারাম।[৫০]

৪৮. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫

৪৯. আল-কুরআন, ০৫ : ৯০

৫০. ইমাম মুসলিম, আস-*সহীহ*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না কুল্লা মুসকিরিন খামর ওয়া আন্না কুল্লা খামরিন হারাম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৩৩৬

ইসলাম মাদককে হারাম করলেও অনেক মুসলিমকে দেখা যায়, তারা মাদকাসক্ত হয়ে অনেক অপরাধ ঘটায়। তাই এসব অপরাধ সংঘটন বন্ধ করতে হলে মাদক সম্পর্কে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্রীয় ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। কিন্তু মুসলিমরা ছোটখাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করে ফেলে। যার ফলে পারিবারিক সংকট আরো ঘনীভূত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিতব্য অপরাধ দমনে আত্মীয়গণ সালিশ কিংবা অন্য কোনভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে হারাম করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৫১]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ اللَّهُ

আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।[৫২]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তির সাথে যেহেতু আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নেই, সেহেতু ঐ ব্যক্তি যে কোন অপরাধ করতে পারে। তাই পারিবারিক ক্ষেত্রে অপরাধ না করা ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তা সমাধান করার ক্ষেত্রে আত্মীয়দের ভূমিকা অনন্য।

১৪. ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন বৃদ্ধি এবং মূল্যবোধ জাগ্রত করা

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে পরিবারে ও সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। এ জন্য কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস, রাসূলুল্লাহ স. এর জীবনী, সাহাবীগণ ও মুসলিম মনীষীগণের জীবনী ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সালাত, সিয়াম, দান-সাদাকা ইত্যাদি ইবাদতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়াও সন্তানের ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত করণ,

[৫১]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ইছমুল কাতি', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৬৩৮

[৫২]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : সিলাতুর রিহীম ওয়া তাহরীমি তাকতীঈহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৬৮৩

অপসংস্কৃতি রোধ করণ, সুস্থ সংস্কৃতির অনুশীলন, পরিবারে সর্বদা ইসলামের অনুশাসন বাস্তবায়ন ইত্যাদির মাধ্যমেও পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের পথকে শুরুতেই বন্ধ করে আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

১৫. কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

ধর্মীয়, পারিবাররিক ও সামাজিক অনুশাসন ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের বিচার করে অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদানের নিমিত্তে কঠোর আইন প্রণয়ন, দায়েরকৃত মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণ, অপরাধীকে তার যোগ্য শাস্তি প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে এ প্রসঙ্গে একাধিক আইন থাকলেও সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অলসতা ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করে। তাছাড়া মামলার রায় পেতে দীর্ঘসূত্রতা দূর করতে হবে। প্রয়োজনে এসব মামলার জন্য পৃথক ট্রাইবুনাল তৈরি করে বিচারকার্য ত্বরান্বিত করতে হবে।

উপসংহার

পরিবার হচ্ছে শান্তির আধার। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই শান্তিনিবাসে অশান্তির দাবানল জ্বলছে। আজকাল পরিবারের এক সদস্য অপর সদস্যের হাতে নিরাপদ নয়। শারীরিক ও মানসিক ভাবে পারস্পরিক নির্যাতন হয় না এমন পরিবার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উঠে এসেছে পারিবারিক জীবনে ঘটমান অপরাধসমূহের তালিকা, এর সাথে উঠে এসেছে পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের কারণ ও এ গুলো প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা। ইসলাম যেহেতু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পুর্বেই তা সংঘটনের পথ রুদ্ধ করতে চায়, সেহেতু বর্তমান প্রবন্ধে পারিবারিক জীবনে যে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণ উদঘাটন করে তা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার শাস্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও ইসলাম করেছে। ইসলামী দণ্ডবিধির মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীকে অপরাধমুক্ত করার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। হুদূদ, কিসাস ও তাযীর এর মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার করা সম্ভব। প্রচলিত আইনের মাধ্যমেও এসব অপরাধের বিচার করা সম্ভব। তবে ইসলামী আইন অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর। যেহেতু Prevention is better then cure "রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম" সেহেতু বর্তমান প্রবন্ধে নির্দেশিত ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়ন করা গেলে পারিবারিক জীবনে অপরাধের হার শূণ্যের কোঠায় নেমে আসবে। ইসলামী

জীবনব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতিই পারিবারিক জীবনে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই অপরাধের ক্রমবর্ধমান এই নবতর প্রবণতা রুদ্ধ করা না গেলে সার্বিক অর্থে পরিবার ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়বে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আরো বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা করে এর কারণসমূহ উদঘাটন করে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। ৯০ শতাংশ মুসলিমের দেশে পারিবারিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা গেলেই পরিবারকে বাস্তবেই শান্তির আধারে পরিণত করা সম্ভব।